যুগান্তর

তারিখ ... 5 JUN 2003 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

'কোটা পদ্ধতি'র নামে প্রহসন কতদিন চলবে

এদেশে সরকারি চাকরি ছাড়াও কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের জন্যও দরখাস্ত আহ্বানের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু শর্ত থাকে। আবার থাকে অনেক সংরক্ষিত কোটা। যেমন মুক্তিযোদ্ধা, উপজাতি ও পোষ্য কোটা। অবশ্য এগুলোর সঙ্গে' যুক্ত হয়েছে 'মন্ত্রী' কোটা এবং 'রাজনৈতিক দলীয়' কোটা। এগুলো অঘোষিত হলেও এসব কোটার কদরই আজকাল বেশি পরিলক্ষিত হয়।

কিন্তু এই 'কোটা' পদ্ধতি চালু থাকার জন্য অনেক সময় দেখা যায়, অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি কোন ভাল চাকরি পেয়ে যাচ্ছে। আর অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন, দক্ষ, বুদ্ধিমান, মেধাবী ব্যক্তি কোটার জোর না থাকায় বঞ্চিত হয় একটা ভাল চাকরির সুযোগ থেকে। এই কোটা পদ্ধতির বদৌলতে এমন প্রার্থীকেও নির্বাচিত করা হয়, যার শিক্ষা জীবনে কোন প্রথম বিভাগ নেই, যে মামলার আসামি কিংবা যার প্রথম পরিচয় ছিল ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের নেতা বা ক্যাডার। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে একদিকে মেধাবী ও সাধারণ গোষ্ঠীর চাকরি প্রার্থীদের হতাশা, অন্যদিকে কোটা পদ্ধতির সুবাদে তুলনামূলকভাবে কম মেধাবীদের চাকরি লাভের হার বেড়েই চলছে। কিন্তু কোন দিনমজুরের শিক্ষিত ছেলেটি কি সৎ, দক্ষ, মেধাবী আর যোগ্যতাসম্পন্ন হতে পারে না? আর মুক্তিযোদ্ধার সন্তানও তো হতে পারে সন্ত্রাসী কিংবা অমেধাবী! এ ক্ষেত্রে শুধু 'মুক্তিযোদ্ধা' পিতার সুবাদে তার অযোগ্য পুত্রকে নির্বাচিত করা কি ঠিক হবে? তাছাড়া প্রতিটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ থাকে 'উক্ত বিষয়ের উপর প্রার্থীকে অবশ্যই ন্যূনতম দুই, পাঁচ কিংবা আট বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে। কিন্তু স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, সদ্য পাস করা কোন যুবক কর্মসংস্থানের কোন সুযোগই না পেলে সে কিভাবে করবে? আর কোন কাজ যদি সে নাই করতে পারে, তবে ওই ব্যাপারে তার অভিজ্ঞতাই বা আসবে কোথা থেকে? শিক্ষা জীবনের কোন ক্ষেত্রেই তো তার শিক্ষক তাকে নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের উপর হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে দেননি! একজন প্রার্থীকে ছবিসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ফটোকপি করে দরখাস্ত করতে এমনিতেই খরচ করতে হয় পঞ্চাশ টাকার মতো। তার ওপর পে-অর্ডার চাওয়া হয় যদি দুই কিংবা তিনশ' টাকা তবে একটি গরিব পরিবারের বেকার যুবকের পক্ষে সেটা সংগ্রহ করা অনেক সময় অসম্ভব হয়ে পড়ে। কাজেই অনেক অসচ্ছল পরিবারের শিক্ষিত, মেধাবী যুবকের ভাল চাকরির আশা ছেড়ে দেয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে কি? আবার মামার জোরে অনেক তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্ত অযোগ্য, অদক্ষ প্রার্থী লুফে নেয় চাকরি নামক সোনার হরিণটি। লিখিত পরীক্ষা বেশ হয়েছে, মৌখিক পরীক্ষাটাও হয়েছে দারুণ। এবারে চাকরিটির আশা করা যায়। কিন্তু মামার তদবীরে সেটা চলে যায় অন্যের দখলে। তাছাড়া আজকাল চাকরির ক্ষেত্রে উৎকোচের পরিমাণটাই তো মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে যত বেশি উৎকোচ প্রদান করতে পারবেন, নিশ্চিত জানুন আকাশের চাঁদটি তার হাতেই ধরা দেবে। হোক সে অপরাধী, অপদার্থ কিংবা কম বুদ্ধিসম্পন্ন। এরকম অনিয়ম আর দুর্নীতির ফলে অনেক দক্ষ, মেধাবীরা চাকরি ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয়ে তিলে তিলে নিঃশেষ হতে যাচ্ছে। এতে যেমন একদিকে সামাজিক জীবনে অস্থিরতা বাড়ছে, তেমনি প্রশাসনের উচ্চ পদগুলো অপেক্ষাকৃত কম মেধাবীদের হাতে চলে যাচ্ছে। এ অবস্থা নিরসনে কোটা পদ্ধতি এবং অন্যায়-অনিয়মগুলোর বিলোপ সাধন প্রয়োজন। আমরা প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ে 'কোটা' কিংবা 'মামার' ধ্বজাধারী কোন অমেধাবী প্রশাসক নয় বরং মেধার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রকৃত যোগ্য কর্মীকে দেখতে চাই।

সানজিদা নাসরীন কলি
সমাজকল্যাণ বিভাগ, বিএম কলেজ, বরিশাল